তায়েফের সেই বিষণ্ন রাতে জ্বিন জাতির ইসলাম গ্রহণ!

এক অলৌকিক সান্ত্বনা।

" যখন পৃথিবীর দরজা কোনো মুমিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন আসমানের মালিক তার জন্য অন্য জগতের দুয়ার খুলে দেন..."

কল্পনা করুন সেই রাতের কথা—তায়েফের মানুষের পাথরের আঘাতে প্রিয় নবীজি (ﷺ)-এর শরীর মোবারক রক্তাক্ত, জুতো জোড়া রক্তে জমে শক্ত হয়ে গেছে। কলিজার টুকরো নবীজি (ﷺ) অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে, ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসছেন। পৃথিবীর মানুষ তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, পাথর মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, নির্জন রাতে 'নাখলা' উপত্যকায় যখন তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে বুকফাঁটা আর্তনাদে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করছিলেন, তখন এক অন্যরকম অলৌকিক ঘটনা ঘটল!

মানুষ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেও মহাবিশ্বের অন্য এক সৃষ্টি—জ্বিন জাতি তাঁর তেলাওয়াত শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

সেই বিষণ্ন রাতের এক অপূর্ব সান্ত্বনার গল্প নিয়েই আজকের এই পোস্ট...

তায়েফের মানুষের নিষ্ঠুর আচরণে রক্তাক্ত ও আহত হয়ে যখন প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (ছা.) ফিরছিলেন, তখন বাহ্যিকভাবে তাঁর পাশে কেউ ছিল না। কিন্তু বিশ্বজাহানের মালিক তাঁর বন্ধুর জন্য এক অন্য জগতের মেহমানদের পাঠিয়েছিলেন। 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছা.) যখন গভীর রাতে ছালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন একদল জ্বিন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার বর্ণনা...

মহান আল্লাহ এই ঘটনাটি কুরআনের দুটি সূরায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

"যখন আমি তোমার কাছে একদল জ্বিনকে পাঠিয়েছিলাম, যারা মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল... তারা যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল, তখন তারা সতর্ককারী হিসেবে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করল।" (সূরা আল-আহকাফ আয়াত ২৯-৩২)

"বলুন, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল (কুরআন) শ্রবণ করেছে এবং বলেছে— আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে।" (সূরা আল-জ্বিন আয়াত ১-২)

হাদিসের বিশুদ্ধ কিতাবসমূহে এই ঘটনার সুনির্দিষ্ট বর্ণনা রয়েছে,

রাসূলুল্লাহ (ছা.) 'নাখলা' নামক স্থানে সাহাবীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন, তখন একদল জ্বিন কুরআন শুনে থমকে দাঁড়ায়। (সহীহ বুখারী হাদিস নং ৩৮৫৯)

"তারা ছিল 'নাসীবীন' অঞ্চলের জ্বিন। তারা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি তাদের জন্য খাবারের দোয়া করেছিলেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৪৯)

এই হাদিসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছা.) নিজে থেকে জ্বিনদের উপস্থিতি টের পাননি, বরং মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এই সুসংবাদ জানিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৭৭৩)

শাইখ ইবনে উসাইমীন (র.) এবং শাইখ বিন বায (র.)-এর মতে, এই ঘটনাটি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নবুওয়াতের এক মহান নিদর্শন। এটি প্রমাণ করে যে,

১. ইসলাম কেবল মানুষের জন্য নয়, বরং জিন ও ইনসান— উভয় জগতের জন্য।

২. দাঈ যখন মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হন, তখন আল্লাহ তাঁর জন্য বিকল্প ও উত্তম ব্যবস্থা করে দেন।

মজলুম অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (ছা.)-এর সেই নির্জন তেলাওয়াত বৃথা যায়নি। তায়েফবাসীরা তাঁকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিলেও অন্য এক জগতের সৃষ্টি তাঁর ওপর ঈমান এনে ধন্য হয়েছিল। আজ আমরা যারা তাঁর উম্মত, আমাদেরও উচিত বিপদে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা।

পরিশেষে বলবো,

তায়েফের সেই বিষণ্ন রাত আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, যখন দুনিয়ার সব পথ বন্ধ মনে হয়, তখন আল্লাহর রহমতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। মানুষের প্রত্যাখ্যান মানেই পরাজয় নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরও বড় কোনো সফলতার পূর্বপ্রস্তুতি। প্রিয় নবী (ﷺ)-এর সেই রক্তভেজা জুতো আর একাকীত্বের রাত আজ সাক্ষী দেয় যে, হকের পথে চলা দাঈরা কখনো নিঃসঙ্গ নন; আসমানের মালিক সর্বদা তাঁদের সঙ্গী। তাই জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায় ধৈর্য হারাবেন না। মনে রাখবেন, অন্ধকারের পরেই ভোরের আলো ফোটে, আর কষ্টের পরেই আসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী সান্ত্বনা ও বিজয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজি (ﷺ)-এর সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকার এবং তাঁর ধৈর্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সাগর হারুন রশিদ সালাফী